"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সমান করুণাময় হও, করুণাময় বাচ্চারা সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করে"

*প্রশ্নঃ - সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা কি? যা বাবা ব্যাতীত আর কেউ পূরণ করতে পারে না?

*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়ার চাহিদা হলো শান্তি আর সুখ প্রাপ্ত করা। সমস্ত বাচ্চাদের ডাক শুনে বাবা আসেন। বাবা হলেন অসীম জগতের, সেইজন্য তিনি খুবই উদ্বিগ্ন থাকেন যে আমার বাচ্চারা কিভাবে দুঃখী থেকে সুখী হবে। বাবা বলেন বাচ্চারা- পুরোনো দুনিয়াও আমারই, সকলেই আমারই বাচ্চা, আমি এসেছি সকলকে দুঃখ থেকে মুক্ত করতে। আমি সমগ্র দুনিয়ার মালিক, সেইজন্য আমাকেই পতিত থেকে পবিত্র করে তুলতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাবা পবিত্র করে তুলছেন বাচ্চাদের। সেই কারণে অবশ্যই বাবার প্রতি ভালোবাসা থাকা চাই। পরস্পরের মধ্যে ভাই-ভাই এর ভালোবাসা আছে, সেটা ঠিক আছে । সকলে হলো এক বাবার বাচ্চা ভাই-ভাই। কিন্তু পবিত্র করে তোলার জন্য এক বাবা-ই আছেন সেই জন্য সব বাচ্চাদের লভ এক বাবার প্রতিই চলে যায়। বাবা বলেন - বাচ্চারা, মামেকম্ স্মরণ করো। এটা তো ঠিকই তোমরা হলে ভাই-ভাই, কিন্তু অবশ্যই ক্ষীরখন্ড হতে হবে (অর্থাৎ মিলে-মিশে থাকবে)। তোমরা এক বাবার-ই বাচ্চা। আত্মার মধ্যেই এতো ভালোবাসা আছে। যখন দেবতাদের পদ প্রাপ্ত করো তখন নিজেদের মধ্যে খুবই ভালোবাসা থাকা উচিত। আমরা ভাই-ভাই হয়ে উঠি। বাবার থেকে উত্তরাধিকার নিই। বাবা এসে শিখিয়ে দেন। যারা বোঝার হয় তারা বুঝতে পারে এটা হলো স্কুল বা বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা সকলকে দৃষ্টি দেন বা স্মরণ করেন। সমগ্র দুনিয়ার মানুষ মাত্রই, দুনিয়ার সকল আত্মারাই - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করে। সমগ্র দুনিয়াই হলো বাবার - নতুনই হোক বা পুরানো। নতুন দুনিয়া বাবার তো পুরোনো দুনিয়াও কি নয়? এই বাবা-ই সকলকে পবিত্র করেন। পুরানো দুনিয়াও আমার। আমিই হলাম সমগ্র দুনিয়ার মালিক। যদিও আমি নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করি না কিন্তু সে তো আমারই, তাই না! আমার বাচ্চারা আমার এই বড় বাড়ীতেও খুব সুখী থাকে আর তারপর আবার দুঃখও পায়। এটা হলো খেলা। এই সমগ্র অসীম জগৎ হলো আমার গৃহ। এটা হলো বড় মঞ্চ। বাবা জানেন সমগ্র গৃহে আমার বাচ্চারা আছে। সমগ্র দুনিয়াকে দেখেন। সব হলো চৈতন্য। সব বাচ্চারা এই সময় দুঃখী, সেইজন্য ডাকতে থাকে বাবা আমাদের - ছিঃ ছিঃ, দুঃখী দুনিয়ার থেকে শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে চলো, শান্তি দাতা (দেবা)। বাবাকেই ডাকে। দেবতাদের তো বলতে পারো না। সকলেরই হলো সেই এক বাবা । সমস্ত সৃষ্টির জন্য ভাবনা তাঁর থাকে। অসীম জগতের আলয় এটি । বাবা জানেন এই অসীম জগতের গৃহে এই সময় সবাই হলো দুঃখী, সেইজন্য বলে শান্তির দেব, সুখ দেব। এই দুটো জিনিসই চায়। এখন তো জানো আমরা অসীম জগতের পিতার থেকে সুখের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা এসে আমাদের শান্তিও দেন, সুখও দেন। সুখ-শান্তি দেওয়ার মতো আর কেউ তো নেই। বাবার- দয়া হয়। উনি হলেন অসীম জগতের পিতা। তোমরা বুঝতে পারো আমরা এই বাবার বাচ্চারা খুব সুখী ছিলাম যখন পবিত্র ছিলাম। এখন অপবিত্র হওয়ায় দুঃখী হয়ে গেছি। কামনার চিতার উপর বসে কালো পতিত হয়ে যায়। আসল কথা হলো বাবাকে ভুলে যাও। বাবা এতো উঁচু পদ দিয়েছেন। গাওয়াও তো হয় যে তুমি মাতা পিতা...সুখ ছিল। সেটা তোমরা আবার এখন নিচ্ছ কারণ এখন দুঃখ ছেয়ে আছে। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। বিষয় সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকে। কিছুই বুঝতে পারে না। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো। তোমরা বুঝতে পারো যে এটা হলো রৌরব নরক।

বাবা বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন - এখন তোমরা নরকবাসী না স্বর্গবাসী? কেউ মারা গেলে সাথে সাথে বলে দেয় স্বর্গবাসী হয়েছে অর্থাৎ সকল দুঃখ থেকে দূর হয়ে গেছে। তবে আবার নরকের জিনিস কেন তাকে খাওয়ানো হয়? এটাও বোঝে না। বাবা এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই নলেজ শোনাচ্ছি। আমার মধ্যেই এই নলেজ আছে। জ্ঞান সাগর হলাম আমি। বলা হয় ইনি হলেন শাস্ত্রের অথারিটি। কিন্তু তারাও যে আত্মা, এটাও বোঝে না। তারা বাবার সম্পর্কে জানে না। বাবা অর্থাৎ যিনি বিশ্বের মালিক করে তোলেন তাঁকে বলে, তিনি নাকি নুড়ি-পাথর...সব কিছুর মধ্যে আছেন। ব্যাস ভগবান কি কি সব কথাই না লিখে দিয়েছে! মানুষের কিছুই জানা নেই। একেবারে অরফ্যান (অনাথ) হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। বাবা হলেন রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্ত তাকে কেউ জানে না। বাবা নিজের আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। আর তো কেউ বলতে পারবে না। তুমি যে কোনো কাউকেই জিজ্ঞাসা করো- যাকে ঈশ্বর, ভগবান

রচয়িতা বলো ওনাকে তুমি জানো? না কি নুড়ি-পাথরের ভিতরে ঈশ্বর এটা বলতেই জানো? প্রথমে নিজেকে তো বোঝো। মানুষ তমোপ্রধান তো জানোয়ার ইত্যাদি সব হলো তমোপ্রধান। মানুষ সতোপ্রধান হলে তো সকলে সুখী হয়ে যায়। যেরকম মানুষ, সেই রকম তার ফার্নিচারও হয়। বিত্তশালী লোকের ফার্নিচারও ভালো হয়। তোমরা তো একদম সুখী বিশ্বের মালিক হও তাই তোমাদের কাছে প্রতিটি জিনিস সুখদায়ী হয়। সেখানে দুঃখদায়ী কোনো জিনিস হয় না। এই নরক হলোই ঘৃণ্য দুনিয়া।

বাবা এসে বোঝান ভগবান হলেন একজনই, তিনিই হলেন পতিত-পাবন । স্বর্গের স্থাপনা করেন। দেবতাদের মহিমাও সুখ্যাত আছে যে সর্বগুণ সম্পন্ন....। মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের প্রশস্তি আর নিজের নিন্দা করে কারণ সকলেই হলো ভ্রষ্টাচারী। শ্রেষ্ঠাচারী, স্বর্গবাসী তো হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাদের সকলে পূজা করে। সন্ন্যাসীরাও বলে। সত্যযুগে এইরকম হয় না। তোমাদের সন্ন্যাস তো অসীম জগতের। অসীম জগতের পিতা এসে অসীম জগতের সন্ন্যাস করান। ওটা হলো হঠযোগ, এই জগতের সন্ন্যাস। সেই ধর্মই হলো আলাদা। বাবা বলেন তোমরা নিজেদের ধর্ম ভুলে কতো ধর্মের মধ্যে ঢুকে আছো। নিজেদের ভারতবর্ষের নামই হিন্দুস্থান করে দিয়েছো তারপর আবার হিন্দু ধর্ম বলে দাও। বাস্তবে তো হিন্দু ধর্ম কেউ স্থাপন করেইনি। মুখ্য ধর্ম হলোই চার- দেবী-দেবতা, ইসলামী, বৌদ্ধী আর খ্রীষ্টান। তোমরা জানো এই সমগ্র দুনিয়া হলো আইল্যান্ড, এর মধ্যে হলো রাবণের রাজ্য। রাবণ দেখেছো? যাকে বারংবার জ্বালানো হয়, এ হলো সবচেয়ে পুরোনো শত্রু। এটাও বোঝে না যে আমরা কেন জ্বালাই। বুঝতে হবে তো - এই রাবণ কে? কবে থেকে জ্বালানো হচ্ছে? তারা এটাই বোঝে যে পরম্পরা থেকে। আরে এরও তো কোনো হিসাব চাই তাই না ! তোমাদের কেউ জানেই না। তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান। তোমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করলো তুমি কার সন্তান? আরে আমরা ব্রহ্মা কুমার-কুমারীরা তো ওঁনার সন্তান হয়ে গেছি। ব্রহ্মা কার বাচ্চা? শিববাবার। আমরা ওঁনার পৌত্র হয়ে গেলাম সেই অর্থে । সমস্ত বাচ্চারাই হলো ওঁনার বাচ্চা। তারপর শরীরের দিক থেকে প্রথমে ব্রাহ্মণ হই। প্রজাপতি তো ব্রহ্মা তাই না। এতো প্রজা কিভাবে রচনা করেন, এটা তোমরা জানো। এ তো হলো অ্যাডপ্টেশন। শিববাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা অ্যাডপ্ট করেন। মেলাও বসে। বাস্তবে মেলা সেখানে বসা দরকার যেখানে ব্রহ্মাপুত্র বড় নদী সাগরে গিয়ে মিলিত হয়। সেই সঙ্গমে মেলা বসা উচিত। এই মেলা হলো এখানে। ব্রহ্মা বসে আছেন, জানো যে বাবাও হন আর বড় মাম্মাও হন। কিন্তু মেল অর্থাৎ পুরুষ বলে মাম্মার তত্ত্বাবধানে মাতাদের সামলানোর জন্য স্থির করা হয়েছে। বাবা বলেন আমি তোমাদের সদ্গতি দিই। তোমরা জানো এই দেবতারা হলো ডবল অহিংসক কারণ সেখানে রাবণ থাকেই না। ভক্তিতে হয় রাত, জ্ঞান দ্বারা হয় দিন। জ্ঞান সাগর হলেন এক বাবা, ওঁনার ক্ষেত্রে আবার বলে দেওয়া হয় সর্বব্যাপী। বাবা-ই এসে এটা বোঝান আর বাচ্চাদেরই বোঝান। শিব ভগবানুবাচ তো। শিবজয়ন্তী পালন করে যখন অবশ্যই কারোর মধ্যে আসে। বলেন আমাকে প্রকৃতির আধার নিতে হয়। আমি কোনো ছোট বাচ্চার আধার নিই না। কৃষ্ণ তো বাচ্চা হলো তাই না ! আমি তো ওনার অনেক জন্মের অন্তে, তাও আবার বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি। বাণপ্রস্থ অবস্থার পরেই মানুষ ভগবানকে জপতে থাকে। কিন্তু ভগবানকে সঠিক ভাবে কেউই জানে না। তখন বাবা বলেন যদা যদাহি...আমি ভারতেই আসি। ভারতের মহিমা অপরম-অপার।

মানুষের দেহের অহংকার দেখো কতো - আমি অমুক, এই হই! এখন বাবা এসে তোমাদের দেহী-অভিমানী করে তোলেন। মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে আত্মাদের পিতা বসে জ্ঞানের সমস্ত রহস্য বলেন। এটা হলো পুরোনো দুনিয়া। সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া। সত্যযুগে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল। ৫ হাজার বছরের কথা। শাস্ত্রে আবার ব্যাসদেব লিখে দিয়েছেন, কল্পের আয়ু লক্ষ হাজার বছর। বাস্তবে হলো ৫ হাজার বছরের কল্প। মানুষ একদম অজ্ঞানতার, কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে আছে। এখন তোমাদের এই কথা গুলি নতুন কেউ শুনলে বুঝবে না সেই জন্য বাবা বলেন নিজের বাচ্চাদের সাথেই কথা বলি। ভক্তিও তোমরাই শুরু করো। নিজেরাই নিজেদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছো। বাবা তোমাদের পূজ্য করে তুলছেন, তোমরা আবার পূজারী হয়ে যাও। এটাও খেলা। কোনো কোনো মানুষ কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে তাই খেলা দেখলেও কাঁদতে থাকে। বাবা তো বলেন যে ক্রন্দন করেছে সে হারিয়েছে । সত্যযুগে কান্নাকাটির কোনো ব্যাপার নেই। এখানেও বাবা বলেন ক্রন্দন করতে নেই। ক্রন্দন করে দ্বাপর - কলিযুগে। সত্যযুগীয়রা কখনো ক্রন্দন করে না। শেষ বেলাতে তো কারোর ক্রন্দন করার ফুরসতই থাকবে না। হঠাৎ করে মরতে থাকবে। হায় রামও বলতে পারবে না। বিনাশ এরকম হবে যাতে সামান্যতমও দুঃখও হবে না, কারণ হসপিটাল ইত্যাদি তো থাকবেই না, সেইজন্য জিনিসই সেই রকম তৈরী করে। বাবা বোঝান আমি তোমাদের এই বানর সেনা নিয়ে থাকি, রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। এখন বাবা তোমাদের যুক্তি বলছেন - রাবণের উপর বিজয় কীভাবে পেতে হবে? সব সীতাদের রাবণের শৃঙ্খল থেকে ছাড়াতে হবে। এই সব বোঝার ব্যাপার। ভগবানুবাচ, বাচ্চাদেরই বাবা বলেন হিয়ার নো ইভিল... যে কথায় তোমাদের কোনো লাভ নেই, তার থেকে তোমরা নিজেদের কান বন্ধ করে নাও। এখন তোমাদের শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয়। তোমরাই শ্রেষ্ঠ

হবে। এখানে তো শ্রী শ্রী এর টাইটেল সবাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, তবুও বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো। কতো ওয়ান্ডারফুল হার-জিতের এই অসীম জগতের খেলা, যা বাবা-ই বোঝান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার সমান করুণাময় হতে হবে। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার সেবা করতে হবে। পবিত্র হওয়ায় জন্য এক বাবার সাথে খুবই লভ্ রাখতে হবে।

২) বাবা বলেন, যে কাঁদে সে হারে (হারিয়ে ফেলে), সেইজন্য যে কোনো পরিস্থিতিই হোক তোমরা কাঁদবে না।

বরদানঃ- স্ব-এর রাজ্য দ্বারা নিজের সাথীদেরকে স্নেহী-সহযোগী বানানো মাস্টার দাতা ভব

রাজা অর্থাৎ দাতা। দাতার কাছে বলতে বা চাইতে হয় না। স্বয়ং প্রত্যেক রাজাকে নিজের স্নেহের সওগাত অফার করে। তোমরাও নিজের উপরে রাজত্ব করা রাজা হও, তবে প্রত্যেকে তোমাদের সামনে সহযোগের সওগাত অফার করবে। যার নিজের উপরে রাজত্ব আছে তার সামনে লৌকিক অলৌকিক সাথী জি হাজির, জি হুজুর, হা জী বলে স্নেহী-সহযোগী হবে। পরিবারের মধ্যে কখনও অর্ডার চালাবে না, নিজের কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে অর্ডারে রাখো তবে তোমাদের সকল সাথী তোমাদের স্নেহী, সহযোগী হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- সর্ব প্রাপ্তির সাধন থাকা স্বত্বেও বৃত্তি উপরাম (ঊর্ধ্বমুখী) থাকবে, তখন বলা হবে বৈরাগ্য বৃত্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;